মটরশুঁটি চাষের বিস্তারিত বিবরণী

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : বারি মটরশুঁটি -১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফুলের রং সাদা এবং শুঁটি সবুজ। প্রতি শুঁটিতে ৪-৭ টি সবুজ বীজ থাকে। শুঁটি বেশ মিষ্টি। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি শুঁটি ধরে। পরিপক্ক শুকনো বীজ কুঁচকানো ও রং বাদামি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৭ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : বারি মটরশুঁটি -১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

ফুলের রং সাদা এবং শুঁটি সবুজ। প্রতি শুঁটিতে ৪-৭ টি সবুজ বীজ থাকে। শুঁটি বেশ মিষ্টি। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি শুঁটি ধরে। পরিপক্ক শুকনো বীজ কুঁচকানো ও রং বাদামি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৭ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : বারি মটরশুঁটি -৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১০৫

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

হালকা সবুজ শুঁটি এবং শুঁটির আকার বড়। ফুলের রং সাদা।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : ইপসা মটরশুঁটি-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

সল্প জীবনকাল। বীজ পাকার পরেও সবুজ থাকে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২৫০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট, ৫/১৬/২০১৮

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : ইপসা মটরশুঁটি-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজ আকারে বড়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২০০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট, ৫/১৬/২০১৮

ফসল : মটরশুঁটি

জাতের নাম : ইপসা মটরশুঁটি-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

উচ্চ ফলনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ২০০ - ৩০০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন - অগ্রহায়ণ)

ফসল তোলার সময় :

মাঘ-ফাল্গুন মাস ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

তথ্যের উৎস :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট, ৫/১৬/২০১৮

ফসল : মটরশুঁটি

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম মটরশুঁটিতে ১৬.০ গ্রাম জলীয় অংশ, ২.২ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ৪.৫ গ্রাম আঁশ, ৩১৫ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, আমিষ ১৯.৭ গ্রাম, ৫৬.৫ গ্রাম শর্করা, ৭৫মিগ্রা ক্যালসিয়াম, ৫.১ মিগ্রা লৌহ, ৩৯ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজতলার প্রয়োজন নেই।

ভাল বীজ নির্বাচন :

দুটি জাতের মধ্যে ২০০ মি. দূরত্ব বজায় রাখুন। বীজ উৎপাদনের জন্য লাইন থেকে লাইন ১৫ ইঞ্চি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৮-৯ ইঞ্চি। রোগ-পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নেই।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

বর্ণনা : বীজ সারিতে বপন করা উত্তম। দুই বেডের মাঝে ৮ ইঞ্চি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। ১ মিটার চওরা ও ৫-৬ সেমি উঁচু বেড তৈরি করে তাতে খাটো জাতের জন্য ৫০ সেমি এবং উঁচু জাতের জন্য ৭৫ সেমি দূরে দুটি সারিতে ৫-৭ সেমি দূরে দূরে ২-৩ সেমি গভীরে বীজ বপন করতে হবে। তবে জোড়া সারি পদ্ধতিতে বীজ বোনার ক্ষেত্রে জোড়া সারির মধ্যে দূরুত্ব থাকবে ২৫-৩০ সেমি। সারিতে ১৫-২০ সেমি দূরে বীজ বুনতে হবে।

চাষপদ্ধতি :

মটরশুঁটির গাছ চারা অবস্থায় দুর্বল থাকে। তাই ভালো ফলনের জন্য জমি ৪-৫ টি চাষ দিয়ে মিহি করে তৈরি করা আবশ্যক।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : মটরশুঁটি

মৃত্তিকা :

দোআঁশ, বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

শতক প্রতি ইউরিয়া ১৮০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম এবং এমপি ১৫০ গ্রাম, বোরন সার ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষের সময় সমস্ত সার প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

সেচ ব্যবস্থাপনা :

অতিবৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বপনের পর হাল্কা সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি জমিতে জমতে দিবেন না। এরপর জো এলে কোদাল/নিড়ানি দিয়ে মাটির ওপরের চটা ভেঙে দিন।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

লবণাক্ত এলাকায় ভূপরিস্থ/পুকুর খুঁড়ে বৃষ্টির পানি ধরে পরে কলসি বা ফিতা ফাইপ দিয়ে সেচ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে এর বিচরণ।

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : মটরশুঁটি

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : মটরশুঁটি

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : মটরশুঁটি

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : মটরশুঁটি

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

আগাছা ও বীজ -এম এ গাফফার ও অন্যান্য, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮।

ফসল : মটরশুঁটি

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা। আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

পোকার নাম : লেদা পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া হালকা সাদা থেকে হুদাভ সবুজাল টানা দাগ থাকে। মাথার অংশ লালচে।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে । এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা, পূর্ণ বয়স্ক, সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে স্পর্শ বিষ যেমন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (সুপারথ্রিন -১০ ইসি বা সিমবুশ -১০ ইসি বা ফেনম ইত্যাদি) প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ১০ মিলিলিটার হারে মিশিযে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করুন। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। ফেরোমন ফাঁদ অথবা আলোর ফাদ পাততে হবে।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

প্রাথমিক অবস্থায় কীড়াসহ আক্রান্ত অংশ ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলুন। ছড়িযে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলুন। সম্ভব হলে জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাতুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

পোকার নাম : ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : নেই

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , কচি পাতা , ফল , বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কুইনালফস জাতীয় কীটনাশক (যেমন- কোরোলাক্স ২৫ তরল ১০ মিলিলিটার অথবা ২মুখ) অথবা থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কেবিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পুর্ব-প্রস্তুতি :

জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে দিতে হবে যাতে পাখি এসে পোকা খেতে পারে।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

রোগের নাম : মটরশুঁটির লাল মরিচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগের আক্রমনে পাতায়, কান্ডে ও ফলে লালচে মরিচার মত একধরনের উচু দাগ দেখা যায়। একধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন: টিল্ট) ১০ লি. পানিতে ৫ মি.লি. মিশিয়ে ১২ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করা। । বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সুস্থ্য গাছ/ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে ২ থেকে ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন প্রভেক্স, এইমকোজিম) যেকোনো একটি বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

রোগের নাম : মটরশুঁটির গ্রে মোল্ড রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ দেখা দিলে পাতায় পানি ভেজা দাগ দেখা যায় এবং ফলের উপর ছত্রাকের আস্তরণ পড়ে। এক সময় ফল পচে যায় এবং গাছ মারা যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , ফল , ফুল

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত জমি পরিদর্শন। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে ২ থেকে ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন প্রভেক্স, এইমকোজিম যেকোনো একটি বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন।

অন্যান্য :

রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

রোগের নাম : পাউডারি মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে পাতার উপরে পাউডারের মত আবরণ পড়ে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে প্রপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ গ্রাম) অথবা টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন নাটিভো ৫ মিলিলিটার) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ৭ দিন পর পর ২/৩ বার। বালাইনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে। সম্ভব হলে আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। জমি শোধনের জন্য কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

বীজতলা বা জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

রোগের নাম : গোড়া পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পরে শুকিয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , গোঁড়া

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি ভিজিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রতি কেজি বীজ ২ গ্রাম প্রভেক্স ২০০ ডাবিলিউপি বালাইনাশক দিয়ে শোধন করুন। ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্টকরণ। পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার। আগের ফসলের অবশিষ্টংশ পুড়িয়ে ফেলুন। মাটি শোধন করুন। এ রোগের সম্ভাবনা থাকলে সেচ দেয়া যাবে নাহ। জমিতে পানি নিকাষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

ফসল তোলা : আগাম জাতের ক্ষেত্রে বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পর এবং নাবি জাতের ক্ষেত্রে বীজ বোপনের ৫০-৬০ দিন পর ফুল আসে। ফুল ফোটার ২০-২৫ দিন পর বীজের জন্য শুঁটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। বীজ পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু শক্ত হয়নি এ অবস্থা শুঁটি বা ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। তবে বীজ বপনের ৭৫-৯০ দিন পর থেকেই মটরশুঁটি সংগ্রহ করা যায়।

সংরক্ষণ : শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে শুঁটি থেকে দানা/বীজ আলাদা করুন। মাড়াইকৃত বীজ ঝাড়াই বাছাই করে চাটাই/পলি সিট /পাকা চাতালে কয়েক দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

শাক সবজি চাষ, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, অনিন্দ্য প্রকাশ।

ফসল : মটরশুঁটি

বীজ সংরক্ষণ:

বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা উচিত। বীজ রাখার জন্য প্লাস্টিকের ড্রাম উত্তম তবে বায়ুরোধী মাটি বা টিনের পাত্রে রাখা যায়। আর্দ্রতা রোধক মোটা পলিথিনেও বীজ মজুদ করা যেতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে ভরতে হবে। পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস ঢুকতে না পারে। বেশি দিনের জন্য সংরক্ষনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বিএডিসি এর বীজ বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত বীজ ডিলার। বিশ্বস্থ বীজ উৎপাদনকারী কৃষক।

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। অনুমোদিত বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
বিএডিসি এর বীজ বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত বীজ ডিলার। বিশ্বস্থ বীজ উৎপাদনকারী কৃষক।

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। অনুমোদিত বালাইনাশক ডিলার।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

যন্ত্রের নাম : বারি সোলার পাম্প

ফসল : মটরশুঁটি

যন্ত্রের ধরন : সেচ

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

বিদ্যুৎ চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : পানি নির্গমন ক্ষমতা প্রতি মিনিটে ১৪০ লিটার।

যন্ত্রের উপকারিতা :

কৃষিতে সৌর পাম্প সেচ পদ্ধতি ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের বিকল্প, দূষণমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। বাংলাদেশে ১৭.৫ লক্ষ সেচ যন্ত্র রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ ডিজেল চালিত। প্রতি বছর ডিজেলের দাম বেড়েই চলছে, সেই হিসেবে বারি সোলার পাম্প ডিজেল চালিত পাম্পের বিকল্প হতে পারে।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। বারি উদ্ভাবিত সেন্ট্রিফিউগাল টাইপ সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী।

২। এই পাম্প দ্বারা ২০ ফুট গভীরতা থেকেও পানি তোলা যায়।

৩। এই পাম্প চালনায় তৈল ও জ্বালানি লাগে না।

৪। এই পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়।

৫। এ পাম্পে কোন ব্যাটারি লাগে না।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : মটরশুঁটি

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

শ্রমিক/ নৌকা/ ঠেলাগাড়ি/ রিক্সা

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রলি, ট্রাক ,কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

স্থানীয় বাজারে/ বস্তায় টুকড়ি/ ধামা ঠোঙ্গায়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

পলি ব্যাগ/ টিনজাত/ বস্তায় গ্রেডিং করে প্যাকেটজাত করে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।